দৈনিক জনকণ্ঠ

AUG 24 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বছরে কম্পিউটারে ১০ হাজার ইঞ্জিনিয়ার স্নাতক ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী বের হচ্ছে

□ কম্পিউটার টেকনিশিয়ানদের চাকরি থাকলেও পেশাজীবীদের কর্মসংস্থান নেই

তরুণ সরকার ॥ দেশে কম্পিউটার টেকনিশিয়ানদের কিছু চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হলেও কম্পিউটার পেশাজীবীদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। অন্যদিকে বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, দেশী এবং যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট থেকে প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, ডিপ্লোমা এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েট বের হবে। এ সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়বে।

কম্পিউটার খাতের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক, গবেষক, ব্যবহারকারী, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, ছাত্র ও সরকারি সূত্রাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এ কথা জানা গেছে। সংশ্লিষ্টরা আরও জানিয়েছেন, অচিরেই এসব ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জনকারীদের হাতেগোনা অল্প কিছু চাকরি ছাড়া সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চাকরির সুযোগ তেমন সৃষ্টি হচ্ছে না। কম্পিউটার ডিগ্রি অর্জনকারীদের অধিকাংশই স্ব-উদ্যোগে, বেকার অথবা বিদেশে বর্তমানে অবস্থান করছেন বলে কম্পিউটার খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হচ্ছে সরকারের কম্পিউটার বিষয়ক সংস্থা। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অধ্যাদেশ '৯০-এ বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন কম্পিউটার কাউন্সিলকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দান, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কম্পিউটারের ব্যবহারিক কাঠামো উন্নয়ন করা এবং কম্পিউটার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মানে উন্নীত করা, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের উপযোগী করে তোলা, কম্পিউটারে শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়ন করে তা বিশ্ববাজারে রপ্তানি করার জন্য উৎসাহ দান, কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কৌশল ও নীতি-নির্ধারণ করাসহ বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেশে এখন প্রতি বছর ৪ হাজার ১শ' ৪০ জন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি এবং ১ হাজার ৬শ' ডিপ্লোমা ডিগ্রিতে ভর্তি হচ্ছে; কিন্তু অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে, কম্পিউটার কাউন্সিলের হিসাবটি অসম্পূর্ণ। কম্পিউটার কাউন্সিলের হিসাবে দেশে ১৬টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলোতে আসন সংখ্যা ১ হাজার ৩শ'; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে যোগাযোগ করে জানা গেছে, দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ৩০। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ. টি. এম জহুরুল হক জানান, প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় সবক'টাতে কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিবিএ— এ ৩টি বিভাগ থাকে।

মহাখালীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ৮৫ বলে উল্লেখ করা হয়েছে কাউন্সিলের হিসাবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়টির কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স— এ দু'টি বিভাগ প্রতিটি সেমিস্টারে প্রায় ৯০ জন করে ছাত্র ভর্তি করে বছরে ৩টি সিমেস্টারে সেখানে ছাত্র ভর্তি করা হয়। কম্পিউটার কাউন্সিলের হিসাব অনুযায়ী দেশের ২০টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রতিটিতে ৩০ জন করে ৬শ জনকে এবং অন্যান্য ইনস্টিটিউটে ১ হাজার জনকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪ বছরের ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদানের জন্য ভর্তি করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে দেশে প্রাইভেট পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠা শুরু হয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের (বাপ্পি) সভাপতি ও গ্রাসরুট পলিটেকনিকের চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি আরও জানান, দেশে বর্তমানে ৫২টি প্রাইভেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে, আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় আছে।

পাবলিক ও প্রাইভেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ৪ বছরের ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এ বছর ভর্তির জন্য বোর্ডের প্রাইভেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের তালিকায় ৪৮টির নাম উল্লেখ আছে। সরকারি ও বেসরকারি সবগুলোতেই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আছে। তবে প্রাইভেট অনেকগুলো ইনস্টিটিউটে শুধু একটি বিভাগে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং আছে। ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি নামে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়ায় ৫টি পৃথক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শুধু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়। এ রকম প্রতিষ্ঠান আরও আছে। শরীয়তপুর, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুরের ভাঙাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এসব প্রাইভেট পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী এ বছর সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিকগুলোতে প্রায় ২ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। কম্পিউটার ৪ পৃঃ ২ কঃ ১

অনুসন্ধানী □ শিক্ষা ও কর্মসংস্থান

বাংলাদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার মেধাবী তরুণ প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, ও সাধারণ শিক্ষায় বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করছেন। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারত; কিন্তু ডিগ্রি অর্জনের পর নেমে আসে হতাশা। কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। ডিগ্রি অর্জনের পর কি করেন তরুণরা, কোথায় যান— এ নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'শিক্ষা ও কর্মসংস্থান'।